দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 OCT 1985 ... ...
... ... 5 কলাম ... 1 ...

016

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : বুধবার, ১৩ই কার্তিক, ১৩৯২ : ৩০শে অক্টোবর, ১৯৮৫

শিক্ষা, শিক্ষক ও আর্থিক সুবিধা

প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ বলেছেন, 'আমরা শিক্ষকদের জন্য একটি সুস্থ পরিবেশ নিশ্চিত করতে চাই, যাতে তারা আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে ছাত্রদের প্রতি অধিক মনোযোগ দিতে পারেন।' প্রেসিডেন্টের এই আশ্বাসে শিক্ষক সমাজ, ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকবৃন্দ সবাই আশান্বিত হবেন। আমরা বিশ্বাস করি বরাবরের মত প্রেসিডেন্টের এই আশ্বাসও যথাসময়ে বাস্তবায়িত হবে এবং তার ফলে একদিকে যেমন শিক্ষকদের সামাজিক দায়িত্ব অনুযায়ী বেতন-ভাতা পাওয়ার দাবী পূরণ হবে, অন্যদিকে তেমনি নিশ্চিত হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার উন্নতিও। স্কুল-কলেজে লেখাপড়া যথাযথভাবে চলুক—এটা আজ ছাত্র সমাজ আর জনগণের একটি বড় কামনা।

শিক্ষক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকাই যে প্রধান একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত লেখাপড়া চলা, ছাত্রছাত্রীদের ভাল রেজাল্ট সর্বোপরি শিক্ষার পরিবেশ সেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। তারা যত বেশি সুশিক্ষিত, দক্ষ, অভিজ্ঞ, মনোযোগী ও নিবেদিত প্রাণ হবেন, শিক্ষাদানের পবিত্র কর্মটি তত বেশি সুসম্পন্ন হবে। এই সত্য অবশ্য স্বীকার্য যে, আর্থিক অনটন আজ শিক্ষকদের অখন্ড মনোযোগের ক্ষেত্রে একটি বড় বাধা। অভাব-গ্রস্ত শিক্ষকদের পক্ষে মন দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া শেখানো কোনমতেই সম্ভব নয়।

এছাড়া আছে শিক্ষক সমাজের সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন। একদা আমাদের দেশেও শিক্ষকদের মর্যাদা ছিল সবার উপরে। সমাজ তাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা করত, দিত যথোচিত মর্যাদা। শিক্ষকতার মহান পেশাই ছিল এই বিশেষ মর্যাদার উৎস। কিন্তু আজ অনেক কিছুর সঙ্গে এই মূল্যবোধেও অবক্ষয়ের গ্রহণ লেগেছে। টাকাই আজকাল মর্যাদার মাপকাঠি। যার যত টাকা-পয়সা আছে, যে যত বেশি বেতন-ভাতা পান—সমাজ তাকে ততবেশি মান্য-গণ্য করে। বেতন-ভাতা তুলনামূলকভাবে কম বলে শিক্ষকরা আগেকার মর্যাদা অনেকটা হারিয়েছেন, অনেকে বাস্তব কারণেই হীনমন্যতায়ও ভুগছেন। কেউ কেউ ছাড়ছেন পেশা। শিক্ষার বিস্তার এবং শিক্ষাদানের উন্নতি চাইলে এই অবস্থার অবসান কেবল অপরিহার্যই নয়, একান্ত জরুরীও। প্রেসিডেন্ট এরশাদ এই ব্যবস্থা গ্রহণেরই আশ্বাস দিয়েছেন।

আমাদের শিক্ষক সমাজ বিশেষ করে বেসরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষকগণ এই সেদিনও ভীষণ অবহেলিত-উপেক্ষিত ছিলেন। তাদের বেতন-ভাতা ছিল নিতান্ত নগণ্য। সরকার সকল প্রাথমিক স্কুলের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বেশ কিছুটা বেড়েছে। উচ্চ পর্যায়ের বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকদেরও বেতনের প্রায় আশি শতাংশই সরকার বহন করছেন। বেসরকারী কলেজের শিক্ষকগণ কিছু কিছু আর্থিক সুবিধা পেলেও তাদের সামাজিক দায়িত্ব অনুযায়ী এবং অন্যান্য পেশার তুলনায় তাদের বেতন-ভাতা অনেক কমই রয়ে গেছে। জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ এবং সামাজিক মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য তাদের বেতন-ভাতা বাড়ানো অবশ্যই দরকার।

আমাদের দেশের শিক্ষা মানের এবং ছাত্রদের পরীক্ষার ফলাফলের তারতম্যের একটি বড় কারণ সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা ব্যবস্থা। সরকারী স্কুল-কলেজে শিক্ষাখাতে যেমন বেশি টাকা-পয়সা খরচ হয়, তেমনি সেখানকার শিক্ষকদের বেতন-ভাতাও বেসরকারী শিক্ষকদের চেয়ে বেশি। আমরা মনে করি জাতির বৃহত্তর স্বার্থে দেশে একই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা থাকা একান্ত দরকার। সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা এবং সরকারী-বেসরকারী শিক্ষকদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য বিলোপ হতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে শৃংখলা ও শিক্ষার পরিবেশ প্রতিষ্ঠা এবং শিক্ষা মানের উন্নতি এর উপর বহুলাংশে নির্ভর করছে। একই সঙ্গে আমরা বলব, শিক্ষার অভিন্ন মান নিশ্চিত করার জন্য সকল শিক্ষককে আত্মোৎসর্গের মানসিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। তা না হলে এই মহান পেশার মর্যাদা পুনর্প্রতিষ্ঠিত হবে না।